বরিশালে আশ্বাসেও অনশন ভাঙেনি শিক্ষার্থীরা

বরিশাল ব্যুরো
১৪ আগস্ট ২০২৫, ১২:০০ এএম

শেবাচিম হাসপাতালের সামনে গতকাল সড়কে অনশনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন স্বাস্থ্যের মহাপরিচালক ডা. মো. আবু জাফর ষআমাদের সময়

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের (ডিজি) আশ্বাসেও মন গলেনি বরিশাল শের-ই-বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (শেবাচিম) হাসপাতালসহ স্বাস্থ্য খাতে সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের। এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা। তারা নগরীর রূপাতলীতে বরিশাল-ঝালকাঠি-পটুয়াখালী মহাসড়ক অবরোধ করে। আজ বৃহস্পতিবার থেকে মহাসড়ক অবরোধের পাশাপাশি গণঅনশন কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন তারা। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরিশালে এসে প্রশাসন, স্বাস্থ্য বিভাগ এবং রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেছেন, যেখানে আন্দোলনকারীদের রাখা হয়নি।

তাই স্বাস্থ্য উপদেষ্টার বরিশালে না আসা পর্যন্ত বরিশাল ব্লকেড (মহাসড়ক অবরোধ) কর্মসূচির পাশাপাশি নতুন কর্মসূচি গণঅনশন চালিয়ে নেওয়ার কথা জানিয়েছেন আন্দোলনের নেতা মহিউদ্দিন রনি। তবে এ নিয়ে কথা বলতে রাজি হননি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. মো. আবু জাফর।

এর আগে গত ১৭ দিন ধরে স্বাস্থ্য খাতে সংস্কারের দাবিতে চলমান আন্দোলনের প্রেক্ষিতে গতকাল বুধবার বেলা ১১টার দিকে স্বাস্থ্যের ডিজি ডা. আবু জাফরের নেতৃত্বে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের চার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বরিশালে আসে। চলমান পরিস্থিতি নিয়ে প্রথমে তারা বরিশাল সার্কিট হাউসে স্বাস্থ্য বিভাগসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন মহাপরিচালক আবু জাফর। পরে বেলা সাড়ে ১২টার দিকে বরিশাল শের-ই-বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে যান তিনি। সেখানে হাসপাতালের সামনে অনশনরত পাঁচ শিক্ষার্থীর সাথে কথা বলেন। তাদের দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিয়ে অনশন ভাঙানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন স্বাস্থ্যের মহাপরিচালক।

মহাপরিচালক বলেন, শিক্ষার্থীরা যে দাবিগুলো নিয়ে আন্দোলন করছে, সেটা যৌক্তিক। এটা যেমন তাদের দাবি, তেমনি আমারও দাবি। স্বাস্থ্য খাত সংস্কারের জন্য পৃথক দুটি সংস্কার কমিশন হয়েছে। তারা এ বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে। এ ছাড়া কিছু দাবি আছে, যেগুলো চাইলেই সমাধান করা যায় না। আধুনিক যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে ক্রয় করতে হয়। এগুলো দ্রুত সরবরাহ করতে হলেও ন্যূনতম ছয় মাস সময় লেগে যায়। এ ছাড়া চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগের বিষয়টিও সময়ের ব্যাপার। এ বিষয়ে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া মহিউদ্দিন রনি বলেন, তিনি বরিশালবাসীর প্রতি অবহেলা এবং বৈষম্যের সৃষ্টি করেছেন।